Page :- (1)

Sub:- History
Semester - IV (Hons)

(T.P)

UG/HIST/401 C-8 (History of Europe (1789 - 1870)

Module - I

French Revolution

Crisis of the Ancien Regime :- Socio,-political & Economic conditions

প্রাচীন আমল :-

১৭৮৯ খ্রিঃ ফরাসী বিপ্লবের 'পূর্ববর্তীকালের' প্রায় তিনশ বছর ইউরোপের-অধিকাংশ-দেশে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকেই 'Ancien Regime' বা প্রাচীন ব্যবস্থা বলা হত।

অষ্টাদশ-শতাব্দীতে ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র-বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রায় সব স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে রাজারা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রতিভূ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার শক্তি-উৎস ... কিছু ছিল না বললেই চলে। একমাত্র ইংল্যান্ড ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আদর্শে তীব্র আঘাত হানে। সে যুগে ইউরোপ-প্রজাকল্যাণমূলক স্বৈরতন্ত্রবাদ-প্রচলিত থাকলেও এই যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন ছিল সর্বাধিক। এই সময় সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। অভিজাত শ্রেণী সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং সব পদে ছিলেন তাঁরা, দুর্নীতিপরায়ণ ও নীতিজ্ঞানহীন। এ মানুষের রাজনীতি-জীবনের প্রতি স্তরে রাজশক্তির প্রভাব অনুভূত হত। সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য প্রকট ছিল।

কোন কোন রাষ্ট্রে প্রতিনিধি ও অভিজাতদের সভা-সমিতি থাকলেও সেগুলির অধিকাংশই ছিল রাজার মনোনীত সদস্য এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ছিল না। ফ্রান্সের 'State General' নামে প্রতিনিধি-সভার অধিবেশন দীর্ঘদিন ডাকা হয়নি। ইংল্যান্ড ছাড়া কোন দেশে বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ছিল না এবং আইনকানুনসমূহ সংকলিত ছিল না। বিচারালয়গুলির বিচার ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট ছিল না। বিচারকেরা রাজার স্বার্থেই কাজ করে যেতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রেণীবিন্যাস ছিল প্রায় একই রকমের। সমাজ যাজকশ্রেণী, অভিজাতশ্রেণী ও সাধারণশ্রেণী এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সংখ্যার দিক দিয়ে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও এরাই সমাজের সকল রকম সুযোগসুবিধা, সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। রাষ্ট্রের অধিকাংশ-ভূমির মালিকানা ছিল যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত। তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল অপ্রতিহত। সাধারণ মানুষের ন্যায়-বিচারব্যবস্থা অপ্রাপ্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিল ইউরোপের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। অভিজাতরা ভূমি ও কৃষকদের উপর কর্তৃত্বের ভোগ করত। অভিজাতশ্রেণী সরকারের কর-দেওয়ার ব্যাপারে বহু ছাড় ও সুবিধা ভোগ করত।

তৃতীয় শ্রেণী বা থার্ড এস্টেট কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করত এবং অভিজাতরা

তাঁদের ঘৃণা করত। কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট বিভিন্ন অভিজাতরা শোষকশ্রেণির সামিল হয়ে গেল। সেই সময় অর্থাৎ ফ্রান্সে ছিল ইউরোপের অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণীর-বৈশিষ্ট্যের যুগ। এর ইংরাজি ছিল এস্টেট সিস্টেমের ফলে প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় শ্রেণী বা থার্ড এস্টেট বলতে অভিজাত ও যাজক ছাড়া যারা সকলে বোঝাতো। কৌলিন্যের অভাবে তারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। বুদ্ধিজীবী ও চাকরীজীবী সম্প্রদায় যথা শিক্ষক, আইনজীবী, সাধারণ কর্মচারী প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কৃষকরা। অভিজাত ও যাজক শ্রেণী মনে করত যে কৃষকেরা ছিল নিম্নস্তরের প্রাণী শ্রেণী। তাদের যদি চাষ করতে বলে দিত ও বৃত্তি শ্রেণীর চেয়ে বেশি কৃষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল; কৃষকদের জীবন ছিল শোষিত, পদদলিত ও হয়েছিল এই অভিজাতদের দ্বারা নির্যাতিত। এছাড়া গ্রাম ও শহরের দরিদ্র ভূমিহীন দিনমজুর ও শ্রমিক ছিল। অনুন্নত শহরের ২/৫ অংশ ছিল বেকার কর্মহীন লোক। বিপ্লবের সময় এরা প্যারিসের রাস্তায় যোগ দিয়ে বিপ্লবকে ব্যাপক রূপ দান করে। এদের নাম হয় সাঁকুলোৎ।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের অর্থনীতি বলতে পরিবর্তনমুখী অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। কৃষকেরা খাজনা দিয়ে কর দেওয়ার পর সেই অর্থে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত তাদের আয়-ও সামান্য থাকত অর্থ মনে করত। [illegible] চাষবাসের [illegible] ছিল না) উৎপাদক তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের দুঃখ ও দারিদ্র্য বেড়ে যেত হতে হত। অভিজাত কৃষকের বাড়ি খাদ্য ছিনিয়ে নেয় [illegible] যায় কেউ না, বণিকের মধ্যে সংকটে [illegible] প্রতিদিন দেখা হত। অনেকেই [illegible] ফরাসি বণিকদের চোখে [illegible] শুধু ব্যবসা [illegible] নেই। অতএব খাদ্য ও শিল্পদ্রব্যের বণ্টন [illegible]। সেই সময় অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে [illegible] শিল্প বাণিজ্য পরিবর্তনের হাওয়া দেখা যায়। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এই পরিবর্তনের অগ্রদূত। এই পরিবর্তনের চাপ পুরাতন অভিজাততান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির [illegible] পরিবর্তন হয়। ফরাসী বিপ্লব ছিল তারই প্রকাশ।

— ० —

Intellectual Background of the Revolution
or
What is the causes of French Revolution

ফরাসী বিপ্লবের পিছনে বিভিন্ন কারণ :- Political Cause:-

কোনো সমাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃতি হয় তা এই যুগে ছিল ফরাসী জনগণের নানাবিধ অভিযোগ। এই যুগ ছিল ফরাসী জনগণের নানাবিধ অভিযোগ - রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে যে সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনীতি ও অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই ষোড়শ লুই এর ফরাসী জনগণ বুর্বোঁ রাজবংশের নেতৃত্বে পুরাতন ব্যবস্থা (old regime) ভেঙে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শুরু হয় ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)। কারণের দিক থেকে এই বিপ্লবের পশ্চাতে ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রভাব।

রাজনৈতিক কারণ:- অষ্টাদশ শতকে ফরাসী রাজতন্ত্র একটি চরম স্বৈরাচারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফরাসী রাজারা মনে করতেন ঈশ্বর তাদেরকে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেছেন। তাই ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারও কাছে তিনি তাঁর কাজের জবাবদিহি করেন না। তাঁর কোন কাজের কোন ভুল নেই। উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই বলেছিলেন 'রাষ্ট্রই আমি" বা 'আমিই রাষ্ট্র (I am the state)। তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের অবাধ প্রয়োগ হয়। ১৬১৪ খ্রীঃ এর পর জাতীয় সভা State General এর অধিবেশন ডাকেন নি। এই জাতীয় সভার অধিবেশন বন্ধ থাকার ফলে জনগণের স্বাধীনতার কোন অধিকার বা মতামত প্রকাশ করার কোন সুযোগ তৈরি হত না - তাদের মতামত অগ্রাহ্য হয়। চতুর্দশ লুই এর শাসনব্যবস্থা সফল ছিল বিচক্ষণতায় প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চদশ লুই সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য করার পরিবর্তে বিলাস-ব্যসনেই অধিক মগ্ন থাকতেন। পঞ্চদশ লুই এর শাসন অযোগ্যতা ও দুর্নীতির ফলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেল। এমন সময় তিনি বলেন আমার পরেই আসবে মহাপ্লাবন। পঞ্চদশ লুই এর মৃত্যুর পর ষোড়শ লুই (১৭৭৪-৯২) ক্ষমতায় বসেন। কার্যক্ষেত্রে ষোড়শ লুই এর শাসন ও দক্ষতা ষোড়শ লুই এর ছিল না এবং তার প্রতি জনগণের কোন আস্থা ছিল না। তিনি বলতেন "আমি যা ইচ্ছা করি তাই আইন" (What I desire is decree)। ষোড়শ লুই এর আমলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এক অত্যাচারমূলক ও দুর্নীতির যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই ছিলেন দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় প্রকৃতির। তাদের রাজসভার দুর্নীতি অভিজাতশ্রেণীর প্রাসাদে প্রভাব বিস্তারে পরিণত হয়। প্রশাসনিক কাঠামো ফরাসী জনগণের জন্য অভিজাতদের কাছে দূর করতে ছিল না। এতিহাসিক গুডউইন এর

মতে " শাসনকার্যে অভিজাত শ্রেণীর অনুপ্রবেশ কেবল অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।"

পার্লামেন্টগুলির স্বাধীনতা দাবি তাদের ফরাসি রাজতন্ত্রের সঙ্কট করে তুলেছিল। নিয়মানুযায়ী যে কোন নতুন আইন "পার্লামেন্টে" রেজেস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এই পার্লামেন্টের বিচারক ছিল অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা, তাই অভিজাতদের স্বার্থবিরোধী যে কোন আইন তারা নাকচ করে দিত। রাজা ছিলেন অসহায় দর্শক এবং সমস্ত সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু। ঐতিহাসিক হ্যাম্পসন তাই বলেছেন " ফরাসি রাজতন্ত্র আসলে ছিল সংযত রাজতন্ত্র।" অন্যদিকে রাজপ্রাসাদ ছিল বিলাস ব্যসনের ও ঐশ্বর্যের ইন্দ্রপুরী। রাজদরবারের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতা স্বাভাবিক ভাবেই ফরাসি জনগণের মনে এক চরম ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।

রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগে সরকারী কর্মচারীগণ হয়ে উঠেছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী হয়ে পড়ে। "Letter de cachet" নামক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে যে কোন কর্মচারী যে কোন নাগরিককে যখন খুশি বন্দী করতে ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখতে পারত। বিপ্লবের প্রাক্কালে বাস্তিল দুর্গ (কারাগার) বন্দীতে পরিপূর্ণ ছিল। বিচারব্যবস্থা ছিল প্রহসনের নামান্তর। আইনের চোখে সকলের সমঅধিকার স্বীকৃত ছিল না। ও আনুমানিক তিনশত বিচারালয়ে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রচলিত থাকত। বিচারব্যবস্থা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ। 'হুন ডেস ডেক্স' নামক রাজস্ব-সংগ্রহকারী কর্মচারীদের অত্যাচারে নাগরিক জীবন ছিল সন্ত্রস্ত। তারা প্রজাদের 'রক্তশোষক জোঁক' উপাধিতে ভূষিত হয়।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও ফরাসি রাজতন্ত্রের অসারতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ লুই অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮ খ্রী:) এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রী:) পরাজয় বরণ করেন। ফলে আমেরিকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অনেকটা বিলুপ্ত হয়। ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফরাসি রাজকোষকে একেবারে নিঃশেষ করে দেন। সরকারের প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বিরাট অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল করের হার বৃদ্ধি করা। সেই এক্ষেত্রে ষোড়শ লুই জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করলে বিক্ষুব্ধ ফরাসি জনগণ বিপ্লবে সামিল হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে অবশ্যই প্রমাণিত ফরাসি রাজশক্তির হীনবীর্যতা ও জনগণের দুর্দশাকে দায়ী করা যায়। সুতরাং ফরাসি বিপ্লবের জন্য ফরাসি রাজতন্ত্রের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না।

-০-